বাদলা পোকা

মুজতবা আল মামুন

আহসানের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। রোকেয়ারও না। তবু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেই হল। পড়শি বলে কথা। তারওপর সামাজিকতার একটা ব্যাপার থেকে যায়। উপলক্ষ বিভাসের মেয়ের জন্মদিন। ওর মেয়ের নাম সারদা। আহসানের ছেলের সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে

ছুটির দিন। আহসান বাড়ি রয়েছে। অতএব যেতে হল। বিভাসও বারবার করে বলেছিল, ছেলেমেয়েকে নিয়ে আপনারা দুজনে যাবেন । না গেলে দুঃখ পাব। আহসানরা গিয়ে দেখল বাড়ি থিক থিক করছে। বিভাসের প্রচুর আত্মীয় স্বজন এসেছে। মহিলারা ভাদ্রের পচা গরমে যে হারে সেজেছেন, তা পুজো বা বিয়ে বাড়ির সাজকে হার মানায়। গলগল করে সব ঘামছেন। চড়া মেকআপ গলে ঝরে ঝরে পড়ছে। মেকআপ নষ্ট হওয়ার ভয়ে সেই ঘাম মুছতে পারছেন না ওরা। সে এক বিশ্রি ব্যাপার।

রোকেয়া আহসানের কানের কাছে মুখ এনে বলল, ছিঃ। গা গুলিয়ে উঠছে। আত্মীয়ের মেয়ের জন্মদিনে কেউ বেনারসি পরে! দেখ, সবাই প্রায় বিউটিপার্লার ঘুরে পরে এসেছে।

আহসানও নীচু গলায় জবাব দিল, ওভাবে নিচ্ছ কেন! ওরা সাজাগোজার তেমন সুযোগ পায় না তো কী করবে! ওলিট পাড়ায় আসছে ভেবেই হয়ত একটু—

আরও দুঘর পড়শি আমন্ত্রিত হয়েছে। বোঝা যায়, বিভাস পড়শিদের সবাইকে বলেনি। বেছে বেছে। পাড়ায় যাদের একটু ওজন আছে, তাদেরই বলেছে। ব্যানার্জিদা বললেন, বুঝলে আহসান, এ পাড়ায় বাড়ি করে এসে বিভাস জাতে উঠতে চাইছে।

সেটা কি অন্যায়?

নিশ্চয় না। তবে পয়সা হলেই জাতে ওঠা যায় না। তার জন্যে মানসিকতার বদল চাই। রুচির বদল চাই। ঘরটা দেখ। ডিসটেম্পার করা দেওয়াল। অথচ পেরেক আর হুকে ভর্তি। রাজ্যের ঠাকুর দেবতা আর সিনেমা আর্টিস্টদের ছবির ক্যালেণ্ডারে ভরা।

আহসান বলল, আসুন না সেই দায়িত্বটা আমরাই নি... ।

রহমান সাহেব বললে, রুচি-মানসিকতা তো গিলিয়ে দেবার জিনিস নয়। তা আত্মস্থ করতে হয়।

আমন্ত্রিতরা দুটো দল হয়ে গেছে। আহসানরা তিন পড়শি একটা দল। বিভাসের আত্মীয়রা আর এক দল। দুদলের মধ্যে পারস্পরিক কোনও পরিচয় নেই। আর যেচে আলাপ করাও যায় না। বিশেষত বিভাস যখন সেই উদ্যোগ নেয়নি। ফলে একঘর হইচই দৌড়োদৌড়ির মধ্যে আহসানরা তিন পড়শি খানিকটা গুটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকে। তাদের মায়েদের কোল আঁকড়ে বসে বা দাঁড়িয়ে তাকে ছেলে মেয়েরাও। আহসানরা আসায় খুব যে খুশি হয়েছে, তা আনন্দিত মুখ করে জানিয়েছে। এবং বলেছে, একা মানুষ সবদিক সামলাতে হচ্ছে। আপনারা নিজের মনে করে মানিয়ে নেবেন।

যথারীতি হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ গেয়ে, মোমবাতি নিভিয়ে, কেক কাটা হল। ক্যাটারিং -এর ব্যবস্থা করেছিল বিভাস। কিন্তু সব রান্নায় এত ঝাল যে আহসানরা প্রায় কিছুই মুখে তুলতে পারল না। পড়শির ছেলেমেয়েরা শুধু ফ্রায়েড রাইস আর আইসক্রিম খেল। বিভাসের আত্মীয়রা প্রচণ্ড ঝালে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে, আবার মহা আহ্লাদে খেয়েও যাচ্ছে। সারা ঘর জুড়ে শুধু শিশ্ টানার এবং চাকুম চাকুম খাওয়ার উৎকট শব্দ।

রোকেয়া বলল, কখন উঠবে? এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকলে কিন্তু বমি করে ফেলব।

এরমধ্যে বিভাস এল। একগাল হেসে বলল, সব হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন! পেট ভরে খাবেন কিন্তু। বিশেষ করে চিতল পেটির কারি আর ভেটকির রোলটা খাবেন। ভোরে চিতলগুলো কাঁটায় এসেছিল। দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল। তাই ডাকে না দিয়ে নিজেই নিয়ে নিলাম। ফার্স্টক্লাস মাল ছিল। বেশ সস্তায়ও পেয়েছি। আর ভেটকি অর্ডার দিয়ে ক্যানিং থেকে আনিয়েছি। বুঝলেন না, মাছ নিয়ে কারবার, মাছের পদ একটু এসপেশাল না হলে মান থাকে!

এরপরও একটা পর্ব ছিল। বড়ো মতো একটা ঘরে আহসানদের নিয়ে যাওয়া হল। বিভাসের মেয়ে সারদা নাচবে। রোকেয়া ফিসফিস করে বলল, মেয়েকে নাচ শেখান জানতাম না তো!

বিভাসের স্ত্রী যশোদাও বেশ পুরু মেকআপ করেছে। যত গহনা ছিল, বোধহয় সব পরেছে। আহ্লাদে গলে যাওয়া গর্বিত মুখ। ভূমিকায় বলল, আমার মেয়ের একটা গুণ আছে। টিভির নাচ দেখে তা হুবহু তুলে নিতে পারে। ও চার পাঁচটা নাচ তুলেছে। তা এখন আপনাদের দেখাবে। আপনারা ওকে আশীর্বাদ করবেন।

ঘাগরা - চোলি পরা সারদা ফ্লোরে এসে দাঁড়াল। যশোদা ক্যাসেট প্লেয়ারে ক্যাসেট ভরলে উৎকট চড়া স্বরে বেজে উঠল 'চোলিকে পিছে কেয়া হ্যায়'। সঙ্গে শুরু হল নাচ। আজ সাতে পা দিল সারদা। ছোটোখাটো মানুষ। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ঘাড় পর্যন্ত চুল। নায়িকার অঙ্গভঙ্গীর হুবহু নকল করছে। সংশ্লিষ্ট গানে সিনেমার নায়িকার যে প্ররোচক বা উত্তেজক আবেদন ছিল, তা তুলে আনা এই শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। ঢেউ ওঠা কমনীয় শরীরে যে বিভঙ্গ, যে মুদ্রা মানায়, তা এই ছোট্ট সরল শরীরে কখনই মানায় না। ফলে নাচের নামে হাত - পা ছোঁড়াই সার হয়। এসব বিভঙ্গ ও মুদ্রা দীর্ঘ দিনের অনুশীলনে আয়ত্ত করতে হয়। তার জন্যে ক্ল্যাসিক্যাল বেস তৈরি করা দরকার। টিভি পর্দা থেকে দেখে তা আত্মীকরণ করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই সারদা তা পারছিল না। তার একটা লক্ষ্য ছিল, টিভিতে যেমন যেমন দেখেছে, যেভাবেই হোক তেমন তেমন করে যাওয়া।

আহসান ওদিকে তাকাতেই পারছিল না। তার কাছে পুরো ব্যাপারটা রুচিহীন কুৎসিত মনে হচ্ছিল। রোকেয়া বলল, চলো চলো যাই। আমার কেমন গা গুলোচ্ছে।

পড়শিরাও অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু এভাবে হঠাৎ উঠে চলে যাওয়া অভদ্রতা। তাই আহসান ঠিক করল, নাচটা শেষ হলেই চলে যাবে।

নাচ শেষ হতেই প্রচণ্ড করতালিতে ঘর গমগম করে উঠল। বোঝা গেল বিভাসের আত্মীয়রা সেই নাচ খুব উপভোগ করছে।

এক মহিলা বললেন, যশো, মেয়েকে নাচ শেখা। এ মেয়ে নাচে নাম করবে। না শিখে, শুধু দেখে দেখে যখনই এত—

এক মধ্য বয়েসী ভদ্রলোক একটা একশ টাকার নোট সারদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, খুব ভালো হয়েছে। বড়ো হ মা। তোর জেঠুর আশীর্বাদ রইল।

জেঠু ঠিক কী আশীর্বাদ করলেন বুঝতে পারল না আহসান। 'বড়ো হ' বলতে তিনি কী এইরকম টিভি থেকে আরও নাচ তুলে যেতে বললেন! নাকি বড়ো হলে তবে এসব নাচ মানাবে— এটা বোঝাতে চাইলেন!

সারদার হাতে একশ টাকার নোট। তখনও সে হাঁপাচ্ছে। ঘামে মুখ ভিজে টসটসে। বেচারা বোধহয় সবে ভরপেট খেয়ে উঠেছে।

রোকেয়া তার দিকে মায়ার চোখে তাকাল। বেচারা। খুশিতে ডগমগ যশোদা ক্যাসেট পাস্টে আরেকটা গান লাগাচ্ছে। বিদায় নিয়ে আহসান - রোকেয়ারা ছেলের মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এল। শুনতে পেল হাই ভলিয়ুমে বাজাতে শুরু করেছে 'ধক ধক করনে—'।

কয়েকদিন পর সতুদার দোকানে দেখা হল বিভাসের সঙ্গে। পরড়ে আলিগড়ি পাজামার ওপর হালকা খয়েরি রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি। তাতে কাজ করা।

সতুদা জিজ্ঞেস করল, শ্বশুরবাড়ি থেকে নাকি?

না। একটু আড্ডা মারতে গিয়েছিলাম।

নতুন ঝকঝকে পাঞ্জাবি গায়ে দেখে ভাবলুম বুঝি—

বিভাস বেশ বড়ো করে হাসল। বলল, মেয়ের জন্যে কিনতে হল। জাগরণ চ্যানেলে বাচ্চাদের নাচের কম্পিটিশন হবে। তাতে মেয়ের নাম দিয়েছিল বউ। ওরা কাল ডেকেছে টেস্টের জন্যে। তাই এটা কিনলাম। ওখানে তো আর যা তা পোশাক পরে যাওয়া যায় না। এলাকার প্রেস্টিজের ব্যাপার।

সতুদা বলল, তা নতুন জুতো কোথায়? এটা তো পুরানো হয়ে গেছে।

বিভাস বলল, দুর এতেই চলে যাবে। কাল যাবার আগে মুচির কাছ থেকে পালিস করে নেব। তাছাড়া বউ বলেছে ওরা যদি টিভিতে দেখায়, গা-মুখ দেখাবে। ওরা কি আমার পা দেখাবে।

অকাট্য যুক্তি।

বিভাস মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। সতুদা বলল, হঠাৎ কিছু পয়সা করেছে। ভালো পাড়ায় বাড়ি করেছে। কিন্তু ধ্যান - ধারণা কি তাতে বদলায়। সিল্কের দামি নতুন পাঞ্জাবি পরে মাল খেতে গিয়েছিল। এখনও দু টাকার আদা, এক টাকার জিরে, দেড়সো সর্ষেতেল কেনে। তবু মন্দের ভালো মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছে।

আহসানের রুচি হল না এসব নিয়ে আলোচনা করার। বলল না সে নাচ কী নাচ। বলল না কোথা থেকে শিখছে। সাত বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে বুক উঁচিয়ে 'ধক ধক করনে লাগা'র সঙ্গে নাচছে—ভাবতেই ভিতরটা তেতো হয়ে যায় তার।

পরের দিন আবার দেখা দুজনের। এবার স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। বিভাস সপরিবারে। যশোদা নির্ঘাত বিউটি পার্লার থেকে সেজে এসেছে। এমন চুলের স্টাইল সে নিজে করতে পারবে না। মুখেও বিস্তর কারুকার্য করা হয়েছে। আর কানে তিন সারি এবং গলায় ও হাতে বেশ কয়েকপ্রস্থ সোনা। বিভাসের পরণে সেই আলিগড়ি আর সিল্ক। পায়ে জুতো যথারীতি মলিন। বোধহয় পালিশ করাতে ভুলে গেছে। বা সময় পায়নি। সারদার পরণে ঘাঘরা চোলি। তবে সেদিনেরটা নয়। তার মুখেও একগাদা রং।

বিভাস বলল, যাচ্ছি দাদা। ওই অডিশান না কী বলে— তাতে। আশীর্বাদ করবেন দাদা, মা তারার কৃপায় যেন চান্স পায়। বউ বলেছে পেলে এলাকারই প্রেসটিজ বাড়বে।

যশোদা সারদাকে এগিয়ে দিল আহসানের দিকে। আহসানকে আশীর্বাদ দিতে হল। সারদার মাথায় আলদো হাত রেখে জ্যাঠামশাইয়ের আশীর্বাদই ধার করল। বলল, বড়ো হয় মা। মনে মনে বলল, বাবা - মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাও মা।

ট্রেন আসতে সামান্য বাকি। প্ল্যাটফর্ম গিজ গিজ করছে মানুষে। অফিস টাইম।

আহসান বলল, এই ভিড় ট্রেনে এদের নিয়ে উঠতে পারবেন? আমরা ডেলি প্যাসেঞ্জাররা হিমশিম খাই।

সঙ্গে সঙ্গে ঝামটা মেরে উঠল যশোদা, বিভাসের উদ্দেশ্যে, কখন থেকে বলছি একটা ট্যাক্সি নাও। এই ভিড়ে আমার সাজগোজ সব পয়মাল হয়ে যাবে। পয়সা নিয়ে যেন সঙ্গে যাবে।

ট্যাক্সি শব্দটা খটাস করে কানে এসে লাগে আহসানের।

বিভাসও ঝাঁঝিয়ে উঠল, রাখো তো। সব্বাই পারলে আমরাও উঠতে পারব। আর ট্যাক্সি! কত টাকা গচ্চা যাবে জান!

সব ব্যাপারে খচ্চার কথা তুলো না তো। কেপ্পনের ঢিবি।

এইরে, প্ল্যাটফর্মেই না গৃহ বিবাদ শুরু হয়ে যায়! আহসান একটু সরে দাঁড়াবে কিনা ভাবছিল। সেই সুযোগ দিল না বিভাস। বলল, মেয়েমানুষগুলো এই রকমই, খালি টিক টিক করবে। তা দাদা, মেয়েকে এলাইনে ভিড়িয়ে দিন না। একবার লেগে গেলে বহুৎ পয়সা আর নাম।

'ভিড়িয়ে' শব্দটা তপ্ত শলাকার মতো কানে ছ্যাঁকা দিল আহসানের। মেয়েকে নাচ শিখতে দেওয়া আর ভিড়িয়ে দেওয়ার সমার্থক হল! অবশ্য ওরা যে পথে হাঁটছে, তা কার্যত ভিড়িয়েই দেওয়া। মেয়েকে ভাঙিয়ে অর্থ উপার্জনের কথা আহসান কল্পনায়ও আনতে পারে না ছিঃ।

আহসান বলল, আগামি বছর কোনও নাচের স্কুলে মেয়েকে দেব ঠিক করেছি। যাবদপুরে একটা ভালো স্কুলের সন্ধান পেয়েছি। ক্লাসিক্যাল—

ওতে কিস্যু হবে না দাদা। বছর ও বছরের পর আমিও তো তাই ভাবতাম, বউ বললে ধিন ধিন করাই সার হবে। আহসানের কথা থামিয়ে বলে উঠল বিভাস। এখন সিনেমার গানের সঙ্গে নাচার যুগ। আমার টিভি দেখার সময় কই! বউ বলছিল, কোন একটা চ্যানেলে নাকি এরকম কম্পিটিসান চলছে। জেল্লা মারা ড্রেস পরে পুঁচকে পুঁচকে মেয়েগুলো নাকি হেব্বি নাচছে। কত আলো, কত লোক, কত হাততালি!

আহসান বুঝল যশোদাই এসব খাইয়েছে বিভাসকে। এবার নির্বিকার সোৎসাহে যশোদা বলল, শুধু তাই নয় দাদা, নাম করতে পারলেই নাকি সিরিয়ালে চান্স পাচ্ছে অনেকে। বিস্কুট, চাউমিন, হরলিক্সের বিজ্ঞাপনেও নাকি ডাক পাচ্ছে। ওই লাইনে একবার ঢুকতে পারলে আর দেখতে হবে না। ওর মিস্ তো তাই বলল।

ওর মিস্ মানে যিনি পড়ান?

না না। বিভাস জবাব দিল, মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছেন যে মিস

এর মধ্যে ট্রেন এসে গেল। একটা দরজা পড়ল আহসানদের সামনেই। ট্রেন মিস হয়ে যেতে পারে জেনেও, অহসান ওদের ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। নিজেও একটু পা রাখার জায়গা পেল।

মা মেয়ে খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেলেও বিভাস দাঁড়িয়ে আয়ে আহসানের কাছে।

আহসান কৌতূহলী হয়ে প্রসঙ্গটা ফিরিয়ে আনে, কোন নাচের স্কুলের মিস্ বুঝি?

না-না, উনি কোন স্কুলের নয়। নিজে নিজে নাচ শিখেছেন। এখন ফাংশান করেন। চারটে নাচের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নেন। অথচ দেখুন পুঁজি বলতে কিছু ড্রেস, সাজগোজের জিনিস আর গোটা দশেক ক্যাসেট। ভাবুন একবার তিরিশ দিনে পাঁচ হাজার করে— দেড়লাখ মাসে। বিজনেস ম্যানদের হারিয়ে দিচ্ছে। লাল হয়ে গেল মেয়েটা। অনেক বলা - কওয়ার পর দয়া করে আমার মেয়েকে নাচ শেখাতে রাজি হয়েছে। ও হ্যাঁ, এর ওপর নাকি উপরিও আছে।

আহসান বিস্মিত হল, নাচেও উপরি?

হ্যাঁ দাদা। মিস্ নিজেই বলেছেন আমাকে বউকে, উনি নাচলে নাকি স্টেজে ঝন ঝন করে পয়সা টাকা পড়ে। তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নাকি চার - পাঁচশো হয়।

খানিক বিষণ্ণ হল যেন বিভাস। বুঝি এই ভেবে যে, একটা মেয়ে যা পারছে, সে তার ধারে কাছেও যেতে পারছে না। আবার হঠাৎই বিভাসের মুখে হাসি দেখা দিল। কামরার ভিতরটা একবার আড় চোখে দেখে নিয়ে বলল, আমার বউয়ের যে কী আপশোষ! বলে মুটিয়ে না গেলে ঠিক নাকি ফাংশান করত। বিয়ের আগে নাকি সিনেমা দেখে এসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে বিন্দু, শ্রীদেবী, জয়াপ্রদাদের নাচগুলো নাচতো। একটু চর্চা করলে, আর চর্বি না জমলে নাকি ও মিসের মুখে ঝামা ঘসে দিতে পারত।

আজ জাগরণ চ্যানেলে সারদার নাচ। রাত রাড়ে আটটায়। আহসান অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যায়। বাড়ি ফিরে, ফ্রেস হয়ে, চায়ের কাপ হাতে টিভির সামনে এসে বসে।

রোকেয়া ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছে। শুধু একবার, এসে বলে গেল, ওসব দেখলে গা গুলিয়ে উঠবে। নবারুণ চ্যানেলেও এসব হয়। একদিন দেখেছিলাম খানিকটা। আমি ওদের নিয়ে ও ঘরে আছি। তুমিই বরং সাউণ্ড কমিয়ে দেখ।

সাড়ে আটটায় প্রোগ্রাম শুরু হল। প্রোগ্রামের নাম 'ধিতাং ধিতাং বোলে'। চোখ ধাঁধানো সেট। নানা রঙের আলোর ফোয়ারা বইছে। তিনজন বিচারক আছেন। আহসান তাদের কাউকেই চেনে না। রোকেয়া চিনলে চিনতে পারে। প্রচুর সুসজ্জিত দর্শক। বেশির ভাগ উদ্ভট পোশাক পরা তরুণ - তরুণী। বয়স্করাও আছেন। মহিলাদের সাজ আর মুখের জেল্লা এতটাই যে, সেটে বাড়তি আলো না রাখলেও হত। আহসানের তেমনই মনে হল।

তিন নম্বরে ডাক পড়ল সারদার। চুমকি বসানো বিদঘুটে এক পোশাক পরেছে। ক্যাবারে ডান্সাররা যেমন পরেন। গালে, চোখের পাতায় রং। চুলটা সুন্দর করে বাঁধা। পিছনে কোমর সমান বিনুনি। তাতে কী সব লাল নীল বোতাম আটকানো। ওই টুকু মেয়ে এত বড় চুল, এত বড়ো বিনুনি! নকল চুল নাকি কে জানে!

আহসান রোকেয়াকে ডাকল, এক মিনিট শুনে যাও।

রোকেয়া এল। পর্দায় তখন সারদা নাচছে। নানা রঙের বৃষ্টি হচ্ছে। বিচারকদের একবার দেখাল। বিভাস - যশোদাকেও দেখাল এক ঝলক। বিভাসের খুশি খুশি মুখ। কিন্তু যশোদাকে বেশ উত্তেজিত দেখাল। আমাদের মেয়ে হলে, রোকেয়াও নিশ্চয় গর্বে টইটুম্বর এমন হয়ে যেত।

রোকেয়া বলেনি। আহসানের কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বলল, বিচারকদের মধ্যে তণুকা দত্ত কেন! উনি তো সাইড রোল করেন সিরিয়ালে! নাচতেই পারেন না!

বাকি দুজনকে চেনো?

না তো

হঠাৎ টিভি স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু টিভি স্ক্রিণ নয়, ঘর, চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। লোডশোডিং। যাঃ, নাচটা শেষ পর্যন্ত দেখা গেল না।

তোরা উঠবি না। আমি গিয়ে এমার্জেন্সি জ্বালাচ্ছি। ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে রোকেয়া পা ঘসে ঘসে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আহসানেরও চোখের সামনে রাশি রাশি অন্ধকার।

পরের দিন সকালে রোকেয়া ছেলে - মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসতে গেছে। দরজায় তালা লাগিয়ে আহসান বাজারের ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ে। সবজি আর একটু মাছ নিতে হবে। রোকেয়া ফিরেই রান্না চাপাবে। পাড়ার মোড়ে এসে আহসান দেখল দলাদলা মানুষ। সবারই মুখে দুশ্চিন্তা।

আহসান কিছু অনুমান করতে পারল না। কোন বিপদ আপদ কিছু—

সে জটলার কাছে এগিয়ে যায়। ভিড়ের মধ্যে সুবিমল ছিল, এগিয়ে এসে বলল, দাদা শোনেননি কিছু?

না তো!

বিভাসদার খুব বিপদ।

আহসান যেন চমকে উঠল। শিঞ্জিনীর ঘটনা এখন ফিকে হয়ে এলেও, ভুলে যায়নি কেউই। প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল মেয়েটা। মূক হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের এক হাসপাতালে তার চিকিৎসা হয়েছিল কয়েকমাস। তাই নিয়ে কদিন কত হইচই। কাগজে লেখালেখি। টিভিতে আলোচনা। সারদার ক্ষেত্রে তেমন কিছু হল নাকি! কাল লোডশেডিং হয়ে যাওয়ার শেষটা দেখা হয়নি। আহারে অতটুকু মেয়ে! ছিটকে গেল নাকি! বিচারক নিশ্চয় বকাবকি করেছে!

আহসান ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইল, সারদা ভালো আছে?

আছে। সুবিমল জবাব দিল। ওর সামান্য কপাল ফেটেছে।

কপাল ফেটেছে! মারামারি হয়েছে নাকি! নাকি সেটে আগুন - টাগুন, পালাতে গিয়ে, আহসান বলল, সারদার কপাল ফাটল কেন?

মেয়ে বেশি নম্বর পায়নি। বাদ হয়ে গেছে। সেই রাগে বউদি দেওয়ালে ওর মাথা ঠুকে দিয়েছিল। তারপর—

তারপর? আহসান বিচলিত হয়।

বউদি ওখানে চিৎকার চেঁচামেচি করে বিচারকদের গালাগালি দিতে শুরু করে। তার মেয়েকে ইচ্ছা করে কম নম্বর দিয়েছে বলে অভিযোগ করে। প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ওদের সিকিউরিটির লোকজন বউদিকে ধরে বাইরে বার করে দেয়।

তারপর? এত কিছু ঘটে গেছে, অথচ পড়শি হয়ে সে কিছুই জানে না আহসান যেন লজ্জিত হল। বলল, সারদা কোথায়?

মামারা তাকে নিয়ে গেছে। আমরা এখন হাসপাতালে যাচ্ছি।

বিভাসদা খবর পাঠিয়েছে। বউদি নাকি উন্মাদ হয়ে গেছে। গায়ে কাপড় চোপড় রাখছে না। গালাগালি দিচ্ছে। চিৎকার করছে। মাথার চুল ছিঁড়ছে। কাল সারারাত তো ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। সকালে জান ফিরে এলে আবার নাকি—

রহমতদের টাটা সুমো আনতে গিয়েছিল কেউ। সেটা মোড়ে আসতেই সুবিমলরা লাফিয়ে উঠে তাতে চেপে বসল। ওরা দল বেঁধে হাসপাতালে যাচ্ছে।

আবার সূর্য ওঠে। ফুল ফোটে। পাখি ডাকে। গড়িয়ে যায় নদীর জল। উলটে যেতে থাকে ক্যালেণ্ডারের পাতা। বিভাস আড়তে গিয়ে কাঁটায় বসে। সারদা মহানন্দে পড়াশোনা করে, স্কুল যায়। আহসান অফিসে যায়। এখন আর তাকে টিভি থেকে নাচ তুলতে হয় না। রোকেয়া ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিয়ে এসে রান্না চাপায়। ব্যতিক্রম শুধু যশোদা। ম্যাক্সি পরে, বিষাদ মুখে সে জানলার গ্রিল চেপে ধরে বসে থাকে সারাদিন। এই রঙিন সংসার তার চোখে নিরর্থক। সাদা কালো। আহসানের মনে হয় যশোদা যেন সেই বাদলা পোকা, উড়তে গিয়ে যার ডানা খসে পড়েছে।

ডাক্তাররা বলেছেন এর নাম ওনেরোফোবিয়া। স্বপ্নাতঙ্ক।